ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 186 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ৩৪২ ● কলকাতা ● ০৫ পৌষ, ১৪৩২ ● রবিবার ● ২১ ডিসেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 149

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আমরা সেখানে বিশ্রাম করলাম এবং তারপর আগে যেতে শুরু করলাম। আমি রাস্তা দেখছিলাম, কবে ফিরে যাব, কারণ অতটা রাস্তা ফিরেও যেতে হবে। ওখানে যা দেখা যাচ্ছিল তা খুবই সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য ছিল, কিন্তু ভয়ও লাগছিল কোথা থেকে কোথায় এসে গেলাম?

ক্রমশঃ

মতুয়াদের নাগরিকত্ব নিয়ে মুখে কুলুপ প্রধানমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জয় নিতাই বলে টেলিফোনে ভাষণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। হরিচাঁদ ঠাকুর, গুরুচাঁদ ঠাকুরের নাম নিলেন। আসলে মতুয়া ভোট টানতেই এমন বক্তব্য রাখলেন তিনি। তবে তাতে কতটা চিঁড়ে ভিজল তা নিয়ে সন্দিহান সবপক্ষই। কারণ মতুয়াদের নাগরিকত্ব নিয়ে একটি শব্দও খরচ করলেন না প্রধানমন্ত্রী।তাছাড়া শনিবারের সভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী। সরাসরি রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করেছেন। কিন্তু বড় কোনও অভিযোগ তোলেননি। আর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভাষণ নিয়ে সুর সপ্তমে তুলেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন,

এরপর ৩ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

প্রশাসনের উদাসীনতায় কনকনে ঠান্ডায় ত্রিপলের তলায় রাত কাটছে ভিটেহারাদের

পার্থ ঝা,মানিকচক

মালদা জেলার মানিকচক ব্লকের ভূতনি কেশবপুর কলোনিতে গঙ্গা নদীর ভয়াবহ ভাঙনে সর্বস্বান্ত মানুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন সিপিআইএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জি। নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে বাড়িঘর, জমিজমা, গবাদি পশু—সবকিছু। মাথা গোঁজার ঠাঁই তো দূরের কথা, অনেকের পরনের কাপড় পর্যন্ত নেই। কনকনে ঠান্ডার মধ্যেই খোলা আকাশের নিচে ত্রিপলের তলায় দিন কাটছে ভিটেহারা মানুষদের। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন মীনাক্ষী মুখার্জি। তাঁর অভিযোগ, বিপর্যয়ের পর একবারও ব্লক প্রশাসনের তরফে বিডিও ঘটনাস্থলে এসে খোঁজ নেননি। নেই কোনও অস্থায়ী চিকিৎসা ব্যবস্থা, বসানো হয়নি কোনও ডাক্তার। দুর্গতরা ঠিকমতো খাবার পাচ্ছেন কি না, রাতে কীভাবে ঘুমোচ্ছেন বা শীতের হাত থেকে বাঁচতে পর্যাপ্ত চাদর পাচ্ছেন কি না—সেসব দেখার মতো কেউ নেই।

এদিন মীনাক্ষী মুখার্জি জানান, এর আগেও 'বাংলা বাঁচাও যাত্রা'-র সময় বাঁধের উপরে বসবাসকারী মানুষদের সঙ্গে বসে আলোচনা করা হয়েছিল। সিপিআইএম-এর পক্ষ থেকে নিয়ম মেনে পাট্টার দাবিতে আন্দোলন চলছে এবং বিডিও ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময় চেয়েছেন। সেই আশ্বাসে মানুষ এখনও অপেক্ষা করছেন। ডিসেম্বরের মধ্যে সরকার যদি জমির পাট্টা দেয়, তাহলে নিজেরাই ঘরবাড়ি গড়ে নেবেন তাঁরা। তবে দাবি আদায় না হলে বিডিও অফিসে অবস্থান আন্দোলনের পথেই হাঁটবেন বলেও জানান তিনি।

গ্রামবাসীদের সঙ্গে মাটিতে বসে কথা বলতে গিয়ে মীনাক্ষী স্পষ্ট ভাষায় আন্দোলনের রূপরেখা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "একদিন মিছিল করে বিডিওকে জানিয়ে দিলাম—এতে হবে না। প্রয়োজনে বিডিওকে ঘেরাও করে রাখতে হবে। আমাদের জমি দাও, তবেই তুমি বাড়ি যাবে।" তিনি আরও বলেন, বাঁধের উপর যেমন ত্রিপল খাটিয়ে দিন কাটাচ্ছেন, দরকার হলে ব্লক অফিসের সামনেও ত্রিপল খাটিয়ে থাকতে হবে।

এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে সুবোধ চৌধুরী স্কুলে অস্থায়ীভাবে থাকার এবং শীতের মধ্যে দলগতভাবে দুর্গতদের পাশে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। এদিন তৃণমূল সরকার ও কেন্দ্র সরকার—দু'পক্ষকেই কটাক্ষ করতে ছাড়েননি সিপিআইএম নেত্রী। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, প্রশাসনের উপর চাপ তৈরি করতে পারলেই ভিটেহারা মানুষদের ন্যায্য দাবি আদায় সম্ভব।

বাংলার 'চিকেন নেক'কে বাঁচাতে বড় পদক্ষেপ BSF-এর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ফের জ্বলছে বাংলাদেশ। ভারতবিরোধী রব সে দেশের দিকে দিকে। চলছে হিন্দু হিন্দু নিধনও। এরইমধ্যে অনুপ্রবেশ রুখতে তৎপর সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী। মাঠে নামছে ভারতীয় সেনা। শেখ হাসিনার বাংলাদেশ ত্যাগের পর পাকিস্তানের হাত ধরতে যে দেশের নেতারা বড় ব্যস্ত তা তাদের কাজকর্মেই কার্যত স্পষ্ট।এবার মিজোরামে একটি বৃহৎ সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে ভারতীয় সেনা। এই প্রকল্পের অংশ হিসেবে ১৭ মাউন্টেন স্ট্রাইক কর্পস এই ঘাঁটি তৈরির যাবতীয় দায়িত্ব নিয়েছে। ফোর্ট উইলিয়ামের শীর্ষ কর্তারা শীঘ্রই এলাকা পরিদর্শন করে সম্ভাব্য অবস্থান ও কৌশলগত দিকগুলি খতিয়ে দেখবেন বলে জানা গিয়েছে। একইসঙ্গে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী BSF - ও দীর্ঘমেয়াদি প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নেমেছে বলে জানা যাচ্ছে। দফায় দফায় চলছে বৈঠক। শিলচর ও মিজোরাম ফ্রন্টিয়ারের অধীনে থাকা তিনটি ব্যাটালিয়ন এলাকায় বাঙ্কার, বিস্ফোরণ-প্রতিরোধী আশ্রয়কেন্দ্র, কৃত্রিম বাঁধ ও ভূগর্ভস্থ অস্ত্রাগার তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর।অন্যদিকে ভারতের উপর কূটনৈতিক চাপ বাড়িয়ে চিনের সঙ্গেও বেঁধেছে গাঁটছড়া। এখন নতুন করে উত্তেজনা আবহে 'বাংলাদেশ থ্রেট' কোনওভাবেই হালকাভাবে নিচ্ছে না দিল্লি। এদিকে যে কোনও সীমান্ত সামলানোর ক্ষেত্রে ভারতীয় সেনার পরিকাঠামো অনেক বেশি উন্নত এবং আধুনিক। কিন্তু এখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে

এরপর ৬ পাতায়

হিঙ্গলগঞ্জের জনসভা করতে পারলেন না শুভেন্দু , হুঙ্কার দিলেন ফের যাওয়ার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

হিঙ্গলগঞ্জ: হাইকোর্ট বলেছে মিছিল করতে। তাই করছি।কিন্তু এখানে জনসভা করার জন্য নো অবজেকশন সার্টিফিকেট দিয়েছিলাম। পুলিশ সুপার ও আইসি পরিকল্পনা করে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার আগে পাঁচবার আসবো। এইভাবে আমাকে আটকানো যাবে না। শুক্রবার বিকেলে হিঙ্গলগঞ্জে জনসভা করতে না পেরে এইভাবেই মিছিলে হাঁটতে হাঁটতে প্রতিক্রিয়া দেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।বসিরহাটের বিজেপির সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্বে জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই মতো দুর্গম প্রান্তিক অঞ্চল থেকে কর্মী সমর্থকরা বাইলানী ফুটবল মাঠে ভিড় জমান। তারপরে জানতে পারেন এখানে সভা হবে না। শুধু মিছিল হবে। একরাশ হতাশ ক্ষোভ প্রকাশ করে তারা বলেন, আমরা সবাই বক্তব্য শোনার জন্য এসেছিলাম। প্রচুর জায়গা থেকে

এরপর ৪ পাতায়

(১ম পাতার পর)

মতুয়াদের নাগরিকত্ব নিয়ে মুখে কুলুপ প্রধানমন্ত্রীর

'এসআইআর অনিশ্চিয়তা নিয়ে কোনও সুরাহা দিতে পারলেন না। প্রধানমন্ত্রী আপনি খালি হাতে এসেছেন। যেটুকু সময় পেয়েছিলেন তার মধ্যে তো জরুরি কথা বলতে পারতেন। মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষজন নাগরিকত্ব নিয়ে শুনতে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁদের আপনি হতাশ করলেন। শুধু ভোট নিতে রাজনীতি করলেন। মতুয়াদের বারবার ঠকিয়েছে বিজেপি। এবারও তা করা হল। মানুষ তার জবাব দেবেন।'আর তাতেই বিস্তর ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। সেখানে ঠাকুরনগরের কথা বললেও নাগরিকত্ব নিয়ে কোনও কথা বললেন না। তাহলে কি শুধু ভোটের রাজনীতি করলেন? উঠছে প্রশ্ন। বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করে বাঙালি মন জয়ের চেষ্টা করলেন। কিন্তু ততক্ষণে সভাস্থল ছেড়ে চলে গিয়েছেন মানুষজন।

এদিকে বারবার হাতজোড় করে বাংলার ক্ষমতায় আসার জন্য নদিয়াবাসীর কাছে আহ্বান করলেন। উন্নয়ন করবেন বলে দাবি করলেন। যদিও বাংলার নানা প্রকল্পের বকেয়া টাকা নিয়ে কোনও কথা বললেন না। মতুয়া ভোট পেতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলা সেই ভূমি, যেখানে চৈতন্যদেবের জন্ম হয়েছে। তাঁর বাণী এখানে জীবিত রয়েছে। আর সমাজকল্যাণের এই নৌকাকে মতুয়ারা আগে নিয়ে গিয়েছেন। হরিচাঁদ ঠাকুর, গুরুচাঁদ ঠাকুর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। বড়মা মাতৃত্ব বর্ষণ করেছেন। জয় নিতাই, বড়রা প্রণাম নেবেন। সকলকে শুভেচ্ছা। ক্ষমাপ্রার্থী, আবহাওয়া খারাপ থাকার কারণে আপনাদের কাছে পৌঁছতে পারিনি। কুয়াশার কারণে সেখানে কপ্টার নামার পরিস্থিতি ছিল না। তাই টেলিফোনে আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি।'

অন্যদিকে আবার বন্দেমাতারম নিয়ে গালভরা কথা বললেন নরেন্দ্র মোদি। সংসদে সাহিত্যসম্রাটকে বঙ্কিমদা বলেছিলেন। এখানে সেই ভুল করেননি। বরং বন্দেমাতারম গানকে কাজে লাগিয়ে বাঙালি ভোট পেতে চাইলেন। তাই প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, 'সম্প্রতি সংসদে বন্দেমাতরমের গুণগান করা হয়েছে। এই বাংলাতেই জন্মেছেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। যখন দেশ পরাধীন, তখন স্বাধীনতার মন্ত্র দিয়েছিল বন্দেমাতরম। এখন বিকশিত ভারতের মন্ত্র বন্দে মাতরম।' এসআইআর পর্ব চলছে বাংলায়। তাতে বহু মতুয়াবাসীর নাম বাদ পড়েছে। এই নিয়ে নদিয়ার মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষজন এবং ঠাকুরনগরের বাসিন্দারা আসা করেছিলেন নাগরিকত্ব নিয়ে কিছু বলবেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু সভা শেষে একরাশ হতাশা নিয়ে ফিরলেন তাঁরা।

তাহেরপুরে মোদির সভায় চরম বিশৃঙ্খলা, চেয়ার ছোড়াছুড়ি বিজেপি কর্মীদের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

SIR-র খসড়া তালিকা প্রকাশের পর মতুয়াগড় রানাঘাটে জোড়া কর্মসূচি করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দৃশ্যমানতার অভাবের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কপ্টার তাহেরপুরে নামতে পারেনি। ফিরে এসেছে বিমানবন্দরে। মোদির পৌঁছনোর আগেই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টির হয়েছে। মোদির সভা শুরুর আগেই চেয়ার ছোঁড়াছুড়িও হয় বলে জানা গিয়েছে।এসআইআর-র খসড়া তালিকা প্রকাশ পেয়েছে সম্প্রতি। সেখানে বাতিল গিয়েছে লক্ষ লক্ষ নাম। মতুয়ারাও রয়েছে আতঙ্কে। এই পরিস্থিতিতে মতুয়া গড় থেকেই তাঁদের কী আশ্বাসবাণী দিতে চলেছেন মোদি সেটাই বড় বিষয়। কিন্তু আদৌ সেই সভা করতে পারবেন কিনা সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। নিরাপত্তার চাদরে ঢএকে ফেলা হয়েছে এলাকা। তারপরেই বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়েছে তাহেরপুর সভামঞ্চে। অন্যদিকে, নদিয়ারই চাকদহে পড়েছে গো ব্যাক মোদি ব্যানার-পোস্টার। চাকদহের ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে পাশে গো ব্যাক মোদির পোস্টারের পাশাপাশি মোদি ও কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধী একাধিক পোস্টার দেখা গিয়েছে।শনিবার রাজনৈতিক

এরপর ৬ পাতায়

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশে হিন্দু যুবক খুনে গ্রেপ্তার ৭

দ্বেষের আগুনে জ্বলছে বাংলাদেশ । বৃহস্পতিবার রাতে ময়মনসিংহে দীপু দাস নামে এক হিন্দু যুবককে পিটিয়ে খুন করেছে কট্টরপন্থীরা। জনসমক্ষে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁর দেহ। নারকীয় এই ঘটনায় কেঁপে উঠেছে গোটা বিশ্ব। দীপু হত্যাকাণ্ডে এখনও পর্যন্ত সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।গোটা ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েছে দীপুর পরিবার এবং আত্মীয়স্বজন। শোকে কাতর তাঁর বাবার কথায়, "আমার ছেলের কী দোষ ছিল? তাঁকে এভাবে পুড়িয়ে মারা হল কেন? কারও বিশ্বাসে আঘাত করলে দেশে তো আইন ছিল, সেই আইনে বিচার হতো। আমরা গরিব বলেই কি ছেলের জীবন রক্ষা করতে পারলাম না?" নিহতের বড় বোন চম্পা দাস এই ঘটনাটিকে পরিকল্পিত বলে দাবি করেছেন। তিনি বলেন, "আমার ভাই শিক্ষিত মানুষ। ধর্ম নিয়ে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান আছে। সে এমন কাজ করতেই পারে না। আমি শুনেছি, কারখানায় উৎপাদন বাড়ানো নিয়ে শ্রমিক ও মালিকদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ছিল। এ কারণেই তাঁকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে।" তাঁর প্রশ্ন, "কারখানার লোকজন কেন ভাইকে পুলিশের হাতে তুলে দিল না? তাঁরা কেন তাকে উন্মত্ত জনতার হাতে তুলে দিল?" দীপুর স্ত্রী মেঘনা রানি তাঁর একমাত্র সন্তানকে নিয়ে দিশেহারা। কাতর কণ্ঠে বলেন, "আমার স্বামীই ছিল বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন।"অন্যদিকে, নৃশংস এই ঘটনার পর ক্ষোভে ফেটে পড়েছে নিহতের পরিবার। "ছেলেকে কেন পুড়িয়ে মারা হল!", আর্তনাদ দীপুর বাবা রবি চন্দ্র দাসের।

ময়মনসিংহের মোকামিয়াকান্দা গ্রামের বাসিন্দা দীপু গত দু'বছর ধরে ভালুকার একটি কারখানায় কর্মরত ছিলেন। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ন'টা নাগাদ কারখানায় হঠাৎ একদল বিক্ষোভকারী চড়াও হন। চলে ভাঙচুর। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, টেনে হিঁচড়ে কারখানার বাইরে বের করে আনা হয় দীপুকে। তারপর গণপিটুনি দেওয়া হয় তাঁকে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দীপুর। এরপর তাঁর দেহ ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে নিয়ে যায় বিক্ষুব্ধ জনতা। গাছে বেঁধে ধরিয়ে দেওয়া হয় আগুন। সঙ্গে চলে স্লোগান। গোটা ঘটনায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে রাস্তা। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। কিন্তু কী কারণে তাঁকে খুন করা হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে সূত্রের দাবি, ধর্ম নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যের জেরেই খুন করা হয়েছে দীপুকে। যদিও তা মানতে নারাজ নিহতের পরিবার।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(বিয়াল্লিশতম পর্ব)

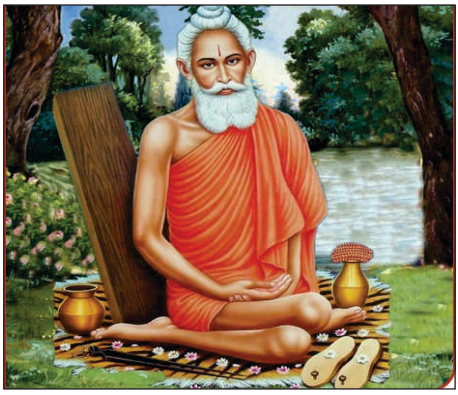

বকুল গাছ । আশ্রমের ভেতরে আছে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর বিশাল তৈলচিত্র । মূল আশ্রমের পেছনে খোলা উঠান পেরিয়ে বিশাল পাঁচতলা ভবনের যাত্রীনিবাস । পশ্চিমে আরও দুটি বিশালাকার যাত্রীনিবাস । ভক্ত ও দর্শণার্থীরা বিনা পয়সায় এখানে রাত্রিযাপন করেন। সাধক পুরুষ লোকনাথ ব্রহ্মচারী জীবিত থাকা অবস্থায়

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

হিঙ্গলগঞ্জের জনসভা করতে পারলেন না শুভেন্দু , হুঙ্কার দিলেন ফের যাওয়ার

মানুষ এসে ভিড় জমাচ্ছেন। অনেকে জানেন সভার অনুমতি দেয়নি আদালত। চক্রান্ত করে বিরোধীরা এটা আটকেছেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে হাইকোর্টে শুধু মিছিল করার জন্য অনুমতি নেওয়া হয়। সভার জন্য নয়। তাহলে কি বিজেপি নেতা কর্মী সমর্থকদের নিয়ে ছেলে খেলা করা হলো সেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছেন সকলে।তিনি বলেন, মমতার পুলিশ ভয় পেয়েছে।শুভেন্দুর সভা না হওয়ায় হতাশ কর্মী – সমর্থকরা। আদালতের নির্দেশ মিছিলের। সভার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়নি।

উত্তর ২৪ পরগনা হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার বাইলানি ফুটবল মাঠে বিরোধী দলনেতার প্রকাশ্য সংকল্প জনসভা ছিল। আর সেখানেই বিতর্ক বেড়েছে ।সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নেতা- কর্মী সমর্থকরা সবাই বিদ্যমান। নির্ধারিত সভা ছিল দুপুর দু'টোয়। কিন্তু তার আগেই জানা যায়, সভা বাতিল। হাইকোর্টে অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। শুধু মিছিলের জন্য । সভার জন্য নয়। এমনটাই নির্দেশ হাইকোর্টের। সেই রায়কে মান্যতা দিয়ে শুভেন্দু অধিকারী মিছিল করেন। প্রায় দু কিলোমিটার বাইলানি পর্যন্ত মিছিল করেন। তারপর তিনি বক্তব্য রাখেন।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

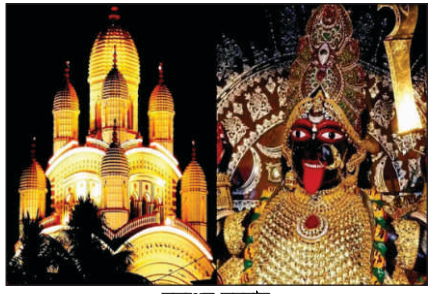

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

মহাচীনতারা।। এই তারার উপাসনা মহাচীন হইতে আনা হইয়াছিল বলিয়া মহাচীনতারা নামকরণ করা হইয়াছে। ইঁহাকে উগ্রতারা নামেও অভিহিত করা হয়। ইঁহার মন্ত্র একটি সিদ্ধমন্ত্র।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ভারতের সম্পত্তি রক্ষা করব', জেনারেল দ্বিবেদীকে ফোনে বার্তা বাংলাদেশের সেনাপ্রধানের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচনে আগ্রহ ছিল না উপদেষ্টা সরকারের প্রধান মহম্মদ ইউনুসের। চাপের মুখে রাজি হলেও, দেশের অভ্যন্তরে একের পর এক নির্মম হত্যাকান্ড প্রায় লন্ডভন্ড করে দিয়েছে সব পরিকল্পনা। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সম্পর্কের বহু নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে দেশজুড়ে।এই অবস্থায় দুই দেশের সেনা প্রধানের আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইউনুসের জমানায় কাছাকাছি এসেছে বাংলাদেশ-পাকিস্তান। সেই অবস্থায় বাংলাদেশে থাকা ভারতের সম্পত্তি রক্ষায় সেনা প্রধানের বার্তার মধ্যে আসলে ইউনুস বিরোধীতার প্রচ্ছন্ন সুর খুঁজে পাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।বাংলাদেশে বহু ভারতীয় সম্পত্তি মৌলবাদী আক্রমণের শিকার হয়েছে ইউনুসের জমানায়। এর মধ্যে অন্যতম, চট্টগ্রামের ভারতীয় দূতাবাস। জানা গিয়েছে, এবার স্থিতিশীলতা বজায় রাখার প্রসঙ্গে আলোচনা চলছে ভারত এবং বাংলাদেশের সেনাপ্রধানের মধ্যে। ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদীকে ভারতীয় সম্পত্তি রক্ষার আশ্বাস দিয়েছেন বাংলাদেশের সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান।

সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সিএনএন-নিউজ১৮-এর খবরে বলা হয়েছে, প্রতিবেশী দেশে সাম্প্রতিক উত্তেজনার মধ্যেই স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে ভারত ও বাংলাদেশের সেনাপ্রধানরা সরাসরি আলোচনা করছেন। বাংলাদেশের সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান, ভারতীয় সেনা প্রধানকে আশ্বস্ত করেছেন সম্পদের নিরাপত্তার বিষয়ে। জানা গিয়েছে, ওয়াকার আশ্বস্ত করেছেন, বাংলাদেশে থাকা সমস্ত ভারতীয় সম্পদ নিরাপদ থাকবে। দেশের অভ্যন্তরে উত্তেজনা বাড়লেও নিরাপত্তা বজায় রাখার প্রশ্নে ঢাকার প্রতিশ্রুতির কথা তুলে ধরেছেন তিনি।

ভারত বিরোধী নেতা শরীফ ওসমান হাদির মৃত্যুর পরে দেশব্যাপী অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। প্রথম আলো এবং দা ডেইলি স্টারের অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয় বিক্ষোভকারীরা। ময়মনসিংহে হিন্দু যুবক দীপু দাসের হত্যার ঘটনা বাংলাদেশের পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করেছে। অভিযোগ উঠছে, ইউনুস প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার জেরেই পরিস্থিতি এতটা ভয়াবহ আকার নিয়েছে। প্রশ্নের মুখে সে দেশের নির্বাচন। ভারত বার বার সেদেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের উপর জোর দিয়েছে। স্বচ্ছ নির্বাচনের প্রতি দায়বদ্ধতার কথা জানিয়েছে। কিন্তু, রাজনৈতিক মহলের আশঙ্কা, অনির্দিষ্টকালের জন্য নির্বাচন পিছিয়ে দিতেই গভীর ষড়যন্ত্র রচিত হয়েছে। বাংলাদেশের মসনদে মহম্মদ ইউনুস আসার পর থেকেই ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমশ খারাপ হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সমস্যার জন্য ভারতের দিকে আঙুল তুলেছে সেখানকার নেতারা। নেত্রকোনা-২ আসনের প্রার্থী গাজি আবদুর রহিম রুহি কড়া সুরে জানান, ওসমান হত্যাকাণ্ডের বিচার না হওয়া পর্যন্ত দেশে কোনও নির্বাচন হতে দেওয়া হবে না। তাঁর অভিযোগ, "ভারতের ষড়যন্ত্রে প্রকাশ্য দিবালোকে আমার ভাই ওসমান হাদিকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে।"

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সশস্ত্র সীমা বল-এর প্রতিষ্ঠা দিবসে এর সঙ্গে যুক্ত সকল কর্মীদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

(৩ পাতার পর)

তাহেরপুরে মোদির সভায় চরম বিশৃঙ্খলা, চেয়ার ছোড়াছুড়ি বিজেপি কর্মীদের

জনসভার পাশাপাশি প্রশাসনিক সভাও করবেন প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু কলকাতা বিমানবন্দর থেকে তাহেরপুরের আকাশ পর্যন্ত পৌঁছেও নামতে পারেনি কপ্টার। ফিরে আসতে হয়েছে কলকাতা বিমানবন্দরে। সেখানেই রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তাহেরপুর যেতে হলে প্রধানমন্ত্রীকে সড়কপথে যেতে হবে। তাতে বেশকিছুটা সময় লেগে যাবে। এরপলে কর্মসূচিতে কাটছাট করতে হতে পারে। নাহলে ভার্চুয়ালি হাজির থাকতে পারেন। কর্মী সমর্থকদের একাংশ এদিন বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। সভা শুরুর আগেই চেয়ার ছোঁড়াছুড়ি থেকে অশান্তি ছড়িয়েছে। সভা মঞ্চ থেকে বার বার সবাইকে শান্ত থআকার কথা বলা হয়। কিন্তু কর্মী সমর্থকরা নিজেদের মতো করতে থাকে।

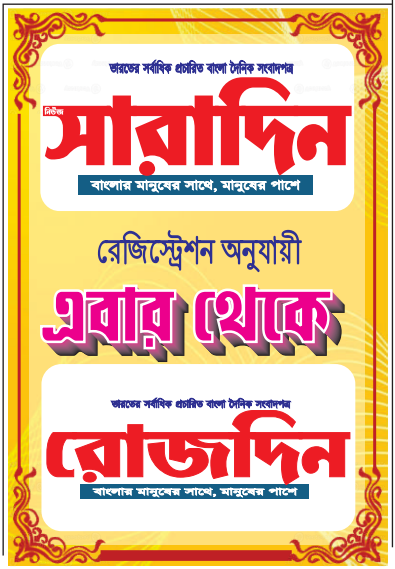

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

সংবাদমাধ্যমের উপর হামলা! দায় কার?

ইউনুসের উপর চাপ বাড়িয়ে প্রশ্ন রাষ্ট্রসংঘের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

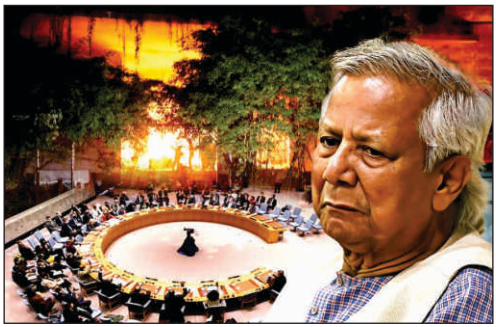

ওসমান হাদির মৃত্যুর পরে বাংলাদেশজুড়ে শুরু হয়েছে বিশৃঙ্খলা। রাজধানী ঢাকায়, একের পর হিংসার ঘটনায় বাড়ছে উদ্বেগ। ময়মনসিংহে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে এক হিন্দু যুবককে। নারকীয় এই ঘটনায় স্তম্ভিত সারা বিশ্ব। আগুন লাগানো হয়েছে দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দুই সংবাদমাধ্যমের অফিসে।বুধবার রাতেই ইউনুসের প্রেস উইং জানিয়েছিল, হাদির শারীরিক অবস্থা রীতিমতো উদ্বেগজনক। সেই ঘোষণার পর থেকেই বাড়ছিল আশঙ্কা। অবশেষে বৃহস্পতিবার মেলে দুঃসংবাদ। তারপরই উত্তপ্ত হয় বাংলাদেশ। পুড়িয়ে দেওয়া হয় একের পর এক সংবাদমাধ্যমের অফিস। মুজিবের ধানমাণ্ডির বাড়ি। গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয় এক হিন্দু যুবককে। তারপর সেই দেহ গাছে ঝুলিয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে দাঁড়িয়ে উল্লাস করতে দেখা যায় একদল যুবককে।দেশের অভ্যন্তরে চলতে থাকা অস্থিরতার মাঝেই এবার বিপাক বাড়ল প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসের। রাষ্ট্রসংঘের প্রশ্নের মুখে তার প্রশাসন। সরাসরি জানিয়ে দেওয়া হল, সরকারকেই নিতে হবে এই ঘটনার দায়। দ্রুত ফেরাতে হবে স্থিতিশীলতা।

বাংলাদেশ নিজের দেশের অভ্যন্তরে প্রবল অস্থিরতার মধ্যেই নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। ঠিক এই সময়ে, ইনকিলাব মঞ্চের নেতা ওসমান হাদির হত্যার পর রাষ্ট্রসংঘ একটি কঠোর সতর্কতা জারি করেছে। মানবাধিকার প্রধান ভলকার তুর্ক বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে দ্রুত, নিরপেক্ষ এবং স্বচ্ছ তদন্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন। পাশপাশি, সতর্ক করে দিয়েছেন হিংসা এবং প্রতিশোধের রাজনীতি আসন্ন নির্বাচনে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণকে ব্যাহত করতে পারে।

হাদির মৃত্যুর পর বাংলাদেশ জুড়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। দুই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদমাধ্যমের অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়। সেখানে ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি সাংবাদিকদের উপর হামলার খবরে উদ্বিগ্ন রাজনৈতিক মহল। তুর্ক জানিয়েছেন, নির্বাচনের আগে সাধারণ মানুষের নিরাপদে জীবনযাপন এবং ভিন্ন মত প্রকাশের স্বাধীনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রসংঘের হস্তক্ষেপ আসলে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক মুহূর্তে দেশের স্থিতিশীলতা এবং মানবাধিকারের প্রশ্নে ক্রমবর্ধমান বিশ্বব্যাপী উদ্বেগকে তুলে ধরে।

বৃহস্পতিবার রাত পৌনে দশটা নাগাদ সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির। ঢাকা ৮ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী ছিলেন তিনি। বিজয়নগরের বক্স কালভার্ট এলাকায় তিনি গুলিবিদ্ধ হন। সেই সময় নমাজ সেরে রিকশায় বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। পরে সেখান থেকে পাঠানো হয় সিঙ্গাপুরে। পুলিশ সূত্রে খবর, মোটর সাইকেলে এসে দুষ্কৃতীরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে। তবে কে বা কারা হামলা করল, তা এখনও অজ্ঞাত।

(২ পাতার পর)

বাংলার 'চিকেন নেক'কে বাঁচাতে বড় পদক্ষেপ BSF-এর

থেকে করা নজরদারি চালাবে ভারতীয় সেনা।

আইএসআই যেহেতু নিজেদের পরিধি বৃদ্ধি করছে বাংলাদেশের মধ্যে বসে, তাই বিষয়টিকে কোনভাবেই হালকা ভাবে নিচ্ছে না ভারতীয় সেনাও। একইসঙ্গে চিকেন নেক করিডোরে থেকে মাত্র ১৫ কিলোমিটার দূরে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে লালমনিরহাটে চিন একটি বিমানবন্দর তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গ বিভিন্ন অংশ জুড়ে তিনটি সেনা ঘাঁটি শুধু তৈরি করা নয়, এবার বিএসএফের সঙ্গে সমন্বয় রেখে নজরদারির পরিধিও বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত ভারতীয় সেনার।সেনা সূত্রে খবর, চিকেন নেক করিডরের আশপাশের তিনটি সামরিক ঘাঁটি ইতিমধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। তবে সেখানেই শেষ হচ্ছে না।

সশস্ত্র সীমা বল প্রতিষ্ঠা দিবসে কর্মীদের প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নতুন দিল্লি, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে এসএসবি-এর অটুট নিষ্ঠা সেবার সর্বোচ্চ ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করে এবং তাদের কর্তব্যবোধ দেশের নিরাপত্তায় একটি শক্তিশালী স্তম্ভ হিসেবে রয়ে গেছে। তিনি উল্লেখ করেন যে চ্যালেঞ্জিং ভূখণ্ড থেকে শুরু করে কঠিন কর্মক্ষম পরিস্থিতি সবক্ষেত্রেই এসএসবি সর্বদা সতর্ক থাকে।

প্রধানমন্ত্রী এক্স মাধ্যমে লিখেছেন; "সশস্ত্র সীমা বল-এর প্রতিষ্ঠা দিবসে, আমি এই বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত সকল কর্মীদের আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এসএসবি-এর অটুট নিষ্ঠা সেবার সর্বোচ্চ ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করে। তাদের কর্তব্যবোধ আমাদের দেশের নিরাপত্তা ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী স্তম্ভ হিসেবে রয়ে গেছে। চ্যালেঞ্জিং ভূখণ্ড থেকে শুরু করে কঠিন কর্মক্ষম পরিস্থিতি সর্বক্ষেত্রেই, এসএসবি সর্বদা সতর্ক থাকে। ভবিষ্যতের প্রচেষ্টায় তাদের জন্য রইল শুভকামনা।

সিনেমার খবর

অভিনয়ের আগে শুটিং সেটে বাসন ধুতেন দেব

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টলিউডের জনপ্রিয় নায়ক দেব আজকের অবস্থানে পৌঁছেছেন দীর্ঘ সংগ্রামের পথ পেরিয়ে। অভিনয়, প্রযোজনা আর রাজনীতি—সব ক্ষেত্রেই সমান স্বচ্ছন্দ এই অভিনেতা–রাজনীতিকের সাফল্যের পেছনে আছে এক ক্যাটারিং-কর্মীর ছেলের লড়াইয়ের গল্প।

দেবের বাবা গুরুপদ অধিকারী বলিউড সেটে ক্যাটারার হিসেবে কাজ করতেন। কৈশোরে বাবার সহকারী হয়ে সেই সেটেই এঁটো বাসন ধোয়া, ঘর মোছা, টিফিন সামলানো ছিল দেবের নিত্যদিনের কাজ। সেই ব্যস্ত শুটিং সেটেই দীপক অধিকারীর মনে জন্ম নেয় একটাই স্বপ্ন—শাহরুখ খানের মতো নায়ক হওয়ার।

সম্প্রতি অনুরাগ বসুর টক শো 'কে হবে বিগেস্ট ফ্যান'-এ অংশ নিয়ে সে দিনগুলোর কথা বলতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন দেব। অনুরাগ বসু বলেন, 'সব টিফিন শেষে ঘরটা তুমি মুছতে—সেখান থেকে আজ এখানে?' জবাবে দেব জানান, 'অনেক বাসন ধুয়েছি। হয়তো আপনার প্লেটও ধুয়েছি।

আজ আপনার সামনে বসে আছি—এটাই আমার স্বপ্ন পূরণ।'

অনুরাগ বসুও আবেগ সামলাতে না পেরে দেবকে জড়িয়ে ধরেন। তিনি জানান, দেবের বাবা কখনোই পরিচালকদের কাছে ছেলেকে নিয়ে সুপারিশ করেননি। এ নিয়ে দেব বলেন, 'মা বাবাকে বলতেন আমার জন্য কারও সঙ্গে কথা বলতে। বাবা বলতেন—আমি খুব ছোট টেকনিশিয়ান। আমিও চাইনি বাবা আমার জন্য কারও কাছে ছোট হোক।'

২০০৬ সালে দেবের চলচ্চিত্রে অভিষেক হয় 'অগ্নিশপথ' চলচ্চিত্রে অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। প্রথম ছবি সাড়া না পেলেও ২০০৭ সালের 'আই লাভ ইউ' তাকে রাতারাতি তারকা বানায়। এরপর 'চ্যালেঞ্জ', 'পরাণ যায় জ্বালিয়া রে', 'খোকাবাবু', 'পাগলু'সহ একের পর এক বাণিজ্যিক সফল ছবি তাকে টলিউডের প্রথম সারির নায়কে পরিণত করেছে।

সাম্প্রতিক বছরেও ভিন্নধর্মী চরিত্রে কাজ করে নিজের অবস্থান আরও শক্ত করেছেন দেব। 'খাদান', 'ধূমকেতু', 'রঘু ডাকাত' থেকে শুরু করে নতুন ছবি 'প্রজাপতি ২'—২০২৫ সালজুড়ে টলিউডের অন্যতম সফল নায়ক ছিলেন তিনি।

প্রথমবার ভিকির সঙ্গে দীপিকা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বড় অঙ্কের পারিশ্রমিক আর কাজের সময় নির্ধারণের দাবিতে সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন দীপিকা পাড়ুকোন। এসময় অনেকে তার পক্ষে কথা বলেছেন। তবে নতুন করে আলোচনায় এসেছেন দীপিকা পাড়ুকোন।

বলিউডের দুই সুপারস্টার ভিকির সাথে একসঙ্গে একটি মহাকাব্যিক ছবিতে দেখার সম্ভাবনা নিয়ে তৈরি হয়েছে আলোচনা। পরিচালক অমর কৌশিকের বহু প্রতীক্ষিত পৌরাণিক ছবি 'মহাবতার'র প্রধান নারী চরিত্রের জন্য দীপিকা পাড়ুকোনকে বিবেচনা করা হচ্ছে বলে জোর গুঞ্জন শুরু হয়। যদি এই সহযোগিতা বাস্তবায়িত হয়, তবে এটি হবে পর্দায় তাদের প্রথম যুগলবন্দি।

গত বছরের নভেম্বরে যখন এই বিশাল বাজেটের ছবিটির ঘোষণা করা হয়। তখনই এটি খবরের শিরোনামে আসে।

ছবিতে ভিকি কৌশলকে চিরঞ্জীবী যোদ্ধা পরশুরামের ভূমিকায় দেখা যাবে। এই ছবিটি প্রযোজনা করছেন দীনেশ বিজনের ম্যাডক ফিল্মস, যা 'স্ত্রী' ফ্র্যাঞ্চাইজির মতো হিট ছবির জন্য পরিচিত। প্রাথমিক ঘোষণা অনুযায়ী, ছবিটি ২০২৬ সালের ক্রিসমাসে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল, তবে ব্যাপক প্রাক-প্রোডাকশনের কাজের জন্য এটি পিছিয়ে যেতে পারে। প্রযোজনা সংস্থা ম্যাডক ফিল্মসের অফিসের বাইরে দীপিকাকে দেখা যাওয়ার পর থেকেই এই জল্পনা শুরু হয়।

প্রযোজক সূত্রে জানা গেছে, পরশুরামের চরিত্রের বিপরীতে এমন একজন অভিনেত্রীকে খোঁজা হচ্ছে, যিনি চরিত্রে গুরুত্ব ও গভীর আবেগ ফুটিয়ে তুলতে পারবেন। নির্মাতাদের মতে, দীপিকা এই মাপকাঠিতে নিখুঁতভাবে মানানসই। যদিও 'মহাবতার' মূলত পরশুরামের গল্প, তবুও নারী চরিত্রটির গ্রাফ অত্যন্ত শক্তিশালী এবং গল্পে তাঁর সমান গুরুত্ব থাকবে।

পরিচালক অমর কৌশিক শুরু থেকেই স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে এই চরিত্রে এমন কাউকে নেওয়া হবে যিনি আখ্যানে নায়কের সঙ্গে সমতুল্য স্থান পাবেন। আর এই চ্যালেঞ্জিং চরিত্রের জন্য দীপিকার মতো দক্ষ অভিনেত্রী তাদের প্রথম পছন্দ। তবে অভিনয়ের বিষয়ে দীপিকার কাছ থেকে সবুজ সংকেত মিলছে কিনা– তা এখনও স্পষ্ট করেননি নির্মাতারা।

নিউ ইয়র্ক টাইমসের 'মোস্ট স্টাইলিশ' তালিকায় শাহরুখ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চলতি বছরটি ছিল শাহরুখ খানের। এবছর ঝুলিতে একের পর এক সফলতা ধরা দিয়ে কিং খানের। ব্যক্তিগত জীবনে ছুঁয়েছেন একাধিক মাইলস্টোন। তার তিন দশকের ফিল্মি কেরিয়ারে প্রথমবার জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্তি ঘটেছে।

এছাড়াও সম্পত্তির নীরিখে প্রথমবার ১০ হাজার কোটির গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বের তাবড় ধনকুবেরদের তালিকায় নাম লিখিয়েছেন শাহরুখ। এবার বলিউড বাদশার মুকুটে যুক্ত হয়েছে নতুন পালক। নিউ ইয়র্ক টাইমসের ৬৭ জন সবচেয়ে স্টাইলিস্ট তারকাদের তালিকায় নাম রয়েছে কিং খানের।

চলতি বছরের মে মাসে নিউ ইয়র্কের মেট্রো পলিটান মিউজিয়াম অফ আর্ট গ্যালারিতে আয়োজিত মেট গালার মতো বিশ্বমানের ফ্যাশন ইভেন্টে যোগ দিয়েছিলেন কিং। আর সেই লাল গালিচায় হেঁটেই ইতিহাস গড়লেন বলিউড সুপারস্টার। নেপথ্যে খ্যাতানামা বাঙালি পোশাকশিল্পী সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়। ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে পশ্চিমী ছোঁয়ার মিশেলে কিং খানের জন্য 'বন্ধ গলা' পোশাক তৈরি করেছিলেন সব্যসাচী। আর কিং স্টাইলেই পশ্চিমী সিনেদুনিয়ার রাতের ঘুম ওড়ান শাহরুখ। সেই মেট গালা অধ্যায়ের হাত ধরেই এবার প্রথম ভারতীয় হিসেবে নয়া রেকর্ড গড়লেন বলিউড বাদশা। এই প্রথমবার নিউ ইয়র্ক টাইমসের 'মোস্ট স্টাইলিশ' ক্যালেন্ডারে কোনও ভারতীয় তারকার নাম ঠাঁই পেল।

এই প্রথমবার নিউইয়র্ক টাইমসের 'মোস্ট স্টাইলিশ' ক্যালেন্ডারে কোনও ভারতীয় তারকার নাম স্থান পেয়েছে। প্রথমবার মেট গালাতে হেঁটে এরকম মাইলস্টোন ছোঁয়ার ঘটনা আগে কখনও দেখা যায়নি।

উল্লেখ্য, এবারের মেট গালায় প্রথমবারের মতো কৃষ্ণাঙ্গ ডিজাইনারদের সম্মান জানিয়ে 'সুপারফাইন: টেইলারিং ব্ল্যাক স্টাইল' সাজপোশাকে লাল গালিচায় ধরা দিয়েছিলেন তারকারা। এমন উদ্যোগেরও প্রশংসা করেছিলন শাহরুখ খান।

ভারতের দ্বিতীয় দ্রুততম হাফ সেঞ্চুরির রেকর্ড হার্দিকের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের হয়ে দ্বিতীয় দ্রুততম টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক অর্ধশতক হাঁকানোর রেকর্ড গড়লেন হার্দিক পান্ডিয়া। শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে পাঁচ ম্যাচের সিরিজের পঞ্চম ও শেষ টি-টোয়েন্টিতে তিনি এই কীর্তি গড়েন।

এদিন মাত্র ১৬ বলে নিজের অর্ধশতক পূর্ণ করেন হার্দিক। ইনিংসের ১৭তম ওভারে করবিন বশের বলে ডিপ মিডউইকেটের ওপর দিয়ে ছক্কা হাঁকিয়ে তিনি পঞ্চাশে পৌঁছান। হার্দিকের ঝড়ো ইনিংসে ছিল চারটি চার ও পাঁচটি ছক্কা।

পাঁচ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে নিজের প্রথম বলেই লং-অফ দিয়ে ছক্কা মারেন হার্দিক। পরের ওভারে স্পিনার জর্জ লিন্ডের ওপর চড়াও হয়ে দুটি চার ও দুটি ছক্কা হাঁকান তিনি। এরপর বশের ওভারে একটি ছক্কা ও একটি চার মারার পর আরেকটি ছক্কায় অর্ধশতক পূর্ণ করেন হার্দিক। তার ঝড়ো ব্যাটিংয়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৩০ রানে হারিয়েছে সূর্যকুমার যাদবরা।

ভারতের হয়ে হার্দিকের চেয়েও কম বলে টি-টোয়েন্টিতে অর্ধশতক করার একমাত্র ব্যাটার হলেন যুবরাজ সিং। ২০০৭ সালের প্রথম টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে মাত্র ১২ বলে ফিফটি করেছিলেন যুবরাজ। সেই ম্যাচেই স্টুয়ার্ট ব্রডের এক ওভারে ছয়টি ছক্কা মেরে ইতিহাস গড়েছিলেন তিনি।

টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ভারতের হয়ে দ্রুততম অর্ধশতক

যুবরাজ সিং – ১২ বল – ভারত বনাম ইংল্যান্ড – ২০০৭

হার্দিক পান্ডিয়া – ১৬ বল – ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা – ২০২৫

অভিষেক শর্মা – ১৭ বল – ভারত বনাম ইংল্যান্ড – ২০২৫

কেএল রাহুল – ১৮ বল – ভারত বনাম স্কটল্যান্ড – ২০২১

সূর্যকুমার যাদব – ১৮ বল – ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা – ২০২২

ইংল্যান্ডের দ্য হান্ড্রেডের কোচিং প্যানেলে কার্তিক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইংল্যান্ডের একশ বলের টুর্নামেন্ট দা হান্ড্রেডে লন্ডন স্পিরিটের কোচিং প্যানেলে যোগ দিয়েছেন ভারতের সাবেক তারকা ক্রিকেটার দিনেশ কার্তিক। দলটিতে দুটি ভূমিকায় দেখা যাবে তাকে। একই সঙ্গে মেন্টর ও ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব পালন করবেন সাবেক এই কিপার-ব্যাটসম্যান। ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক ক্রিকেটে আইপিএলের বাইরে এটি তার প্রথম কোচিং দায়িত্ব।

লন্ডন স্পিরিটের ডিরেক্টর অব ক্রিকেট মো ববাট এক বিবৃতিতে বলেন, দিনেশকে দলে স্বাগত জানাতে পেরে আমরা আনন্দিত। ছোট ফরম্যাট ও ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে তার বিশাল অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য অমূল্য। তিনি সবসময় ভিন্নভাবে চিন্তা করেন, দারুণ এনার্জি নিয়ে কাজ করেন। তার উপস্থিতি দলকে অনুপ্রাণিত করে। শীর্ষ পর্যায়ে এমন একজনকে যুক্ত করা আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন। আমরা চাই খেলোয়াড়রা সর্বোচ্চ মানের সহায়তা পাক।

আইপিএল ক্যারিয়ার শেষ করার পর ২০২৫ সালে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে (আরসিবি) একই ধরনের ভূমিকা পালন করেন কার্তিক। বর্তমানে তিনি ধারাভাষ্যকার হিসেবেও নানান জায়গায় কাজ করছেন।

এর পাশাপাশি তিনি এখনও সক্রিয় ক্রিকেটারও। সংযুক্ত আরব আমিরাতের আইএলটি-টোয়েন্টি লিগে শারজাহ ওয়ারিয়ার্সের হয়ে খেলছেন।

নিজের নতুন দায়িত্ব সম্পর্কে কার্তিক বলেন, লন্ডন স্পিরিটে যোগ দিতে পেরে আমি রোমাঞ্চিত। আগামী মৌসুমে দারুণ সব ক্রিকেটারের সঙ্গে কাজ করতে এবং দলকে এগিয়ে নিতে মুখিয়ে আছি।

তুরস্কে জুয়াকাণ্ডে কারাগারে ২০ ফুটবলার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

তুরস্কের পেশাদার লিগে বাজি ধরার অভিযোগে গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ২০ জনকে কারাগারে পাঠিয়েছে দেশটির একটি আদালত। যাদের মধ্যে রয়েছেন দেশটির শীর্ষ স্তর সুপার লিগের খেলোয়াড়রা।

তাদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক বিচার কার্যক্রম চলবে। গত সপ্তাহে দেশটির প্রসিকিউটররা সুপার লিগের খেলোয়াড়, ক্লাব সভাপতিরা, একজন রেফারি ও ক্রীড়া বিশ্লেষকসহ মোট ৪৬ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেন। বাজি ধরার অভিযোগের তদন্তের অংশ হিসেবে শীর্ষ দুই স্তরের ১০২ জন খেলোয়াড়কে বিভিন্ন মেয়াদে নিষেধাজ্ঞাও দিয়েছে তারা।

দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা 'আনাদোলু' জানিয়েছে, আটক ব্যক্তিদের মধ্যে ইউরোপের শীর্ষ লিগের ক্লাব গালাতাসারায়ের খেলোয়াড় মেতেহান বালতাচি এবং ফেনারবাচের মিডফিল্ডার মের্ত হাকান ইয়ানদাসকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। এছাড়া আদানা দেমিরস্পোরের সাবেক সভাপতি মুরাত সানচাককেও আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

তুরস্ক ফুটবলে অবশ্য এ ধরনের কেলেঙ্কারি নতুন কিছু নয়। দেশটির ফুটবল ফেডারেশনের চেয়ারম্যান ইবরাহিম হাচিওসমানোগলু বলেন, 'বছরের পর বছর তুর্কি ফুটবলের নানা সমস্যা লুকানো হয়েছে। লজ্জাজনক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, অনেক অপরাধ ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়িত্বহীনতাই দায়ী।'

তিনি আরও জানান, রাষ্ট্রীয় বেটিং প্রতিষ্ঠান 'স্পর টোটো'র কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া গেলে তদন্ত আরও বিস্তৃত হতে পারে। এতে ম্যাচ পর্যবেক্ষক, কোচ, কর্মকর্তাসহ অনেকেই তদন্তের আওতায় আসতে পারেন।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR